

সুধারনার বরকত সমূহ

03-June-2021



সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

(For Islamic Brothers)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أَلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أَلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সূন্নাহ ইতিকাহের নিয়ত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়ত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়তও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাহের নিয়ত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করণ অতঃপর যা ইচ্ছা করণ (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

সকল চিন্তা ও দুঃখ দূর করার ব্যবস্থাপত্র

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, নবী মুকাররম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ইরশাদ করেছেন: إِنَّ اللَّهَ وَكَلَّ بِقَبْرِي مَلَكًا عَظَاةً أَسَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّيْ عَلَى أَحَدٍ إِلَى يَوْمِ

النَّبِيَّاتِ إِلَّا أَلْبَغَيْتُ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ هَذَا فَلَا بُنْ فَلَانَ قَدْ صَلَّى عَلَيْكَ

আমার কবরে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ সমূহ শুনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরুদে পাক পড়ে, তবে সে আমাকে তার নাম এবং তার পিতার নাম পেশ করে থাকে। সে বলে: অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর এই মুহুর্তে দরুদ শরীফ পাঠ করেছে।

(মাজমাউয যাওয়য়িদ ১০/২৫১, হাদীস ১৭২৯১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: أَفْضَلُ الْعَمَلِ الْبَيْنَةُ الصَّادِقَةُ! অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভাল নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভাল ভাল নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ❦ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ❦ আদব সহকারে বসবো ❦ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ❦ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ❦ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুধারণা উচ্চ পর্যায়ের মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে একটি অন্যতম গুণাবলী, সুধারণার অধিকারীরা এর বরকতে সর্বদা সফল হয়ে যায়, আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার সামর্থ্য লাভ করে, মানুষ হিসাবে নির্ভীক সাহসিকতা, উচ্চ পর্যায়ের চিন্তা ধারা, বুয়ুর্গী, পরহেয়গারীতা এবং ধৈর্যের নিশানা হয়ে থাকে। আজকের

বয়ানে আমরা সুধারণার ফযীলত ও বরকত সমূহের ব্যাপারে শ্রবণ করবো, আসুন! এ সম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

পঙ্গু চলাফেরা করতে লাগলো

একবার ডাকাতের একটি দল লুটপাট করার জন্য বের হলো, ঐ সময় তারা একটি মুসাফিরখানায় অবস্থান করলো এবং সেখানে তারা প্রকাশ করলো যে, আমরা আল্লাহ পাকের রাস্তার মুসাফির। মুসাফির খানার মালিক নেককার ছিলেন, তিনি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে তাদের খুব খেদমত করলেন। সকালে ঐ ডাকাতরা অন্য কোথাও রাওয়ানা হয়ে গেলো এবং লুটতরাজ করে সন্ধ্যায় এখানে ফিরে আসলো। গত রাতে মুসাফির খানার মালিকের যে ছেলেটিকে চলাফেরা করতে অক্ষম ছিলো, আজ সে একদম ভালভাবে চলাফেরা করছে। তারা খুব আশ্চর্য হয়ে মুসাফিরখানার মালিককে জিজ্ঞাসা করলো: এটা কি ঐ পূর্ণ পঙ্গু ছেলেটি নয়? সে খুব সম্মানের সাথে উত্তর দিলো: জ্বি, হ্যাঁ! এটা সে। জিজ্ঞাসা করলো: সে কিভাবে সুস্থ হয়ে গেলো? উত্তর দিলো: এগুলো সব আপনাদের মতো আল্লাহর রাস্তায় সফরকারীদের বরকত। কথা হলো এটাই যে, আপনারা (গতকাল রাতে) যা খেয়েছিলেন তার মধ্যে কিছু অবশিষ্ট ছিলো। আমি আপনাদের উচ্ছিষ্ট খাবার শিফার নিয়তে আমার পঙ্গু বাচ্চাকে খাইয়েছি এবং উচ্ছিষ্ট পানি তার শরীরে মালিশ করেছি। আল্লাহ পাক আপনাদের মতো নেক বান্দাদের উচ্ছিষ্ট খাবার ও পানির বরকতে আমার পঙ্গু বাচ্চাকে সুস্থ করে দিলেন। যখন ডাকাতেরা এটা শুনলো, তখন তাদের চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে গেলো। তারা কাঁদতে কাঁদতে বললো: এগুলো সব আপনার সুধারণারই ফলাফল, অন্যথায়

আমরা তো মারাত্মক গুনাহগার। শুনুন আমরা আল্লাহর রাস্তার মুসাফির নই, আমরা ডাকাত! আল্লাহ পাকের এই দয়ায় আমাদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমরা আপনাকে স্বাক্ষী রেখে তাওবা করছি। অতঃপর তাওবা করে ঐ লোকেরা নেকীর পথ অবলম্বন করলো। আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেই তাওবার উপর অটল ছিলো। (কিতাবুল কলইয়ুবী, ২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

ফয়যানে সুন্নাতের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুধারণার বরকতে ভরপুর বর্ণিত মহান ঘটনা “ফয়যানে সুন্নাত” প্রথম খন্ডে রয়েছে। * ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ড শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ এর লিখিত অনন্য কিতাব। * ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডে ৪টি অধ্যায় রয়েছে (ফয়যানে بِسْمِ اللَّهِ, খাবারের আদব, পেটের কুফলে মদীনা এবং ফয়যানে রমযান), * ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ড ১১২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত। * ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায় “ফয়যানে بِسْمِ اللَّهِ” পাঠ করার ফযীলত জ্বিন থেকে আসবাবপত্র সুরক্ষা রাখার পদ্ধতি, জ্বরের পাঁচটি মাদানী চিকিৎসা, মাথা ব্যথার সাতটি চিকিৎসা, স্বপ্ন বর্ণনা করার দলীল ইত্যাদি সম্বলিত। * ফয়যানে সুন্নাতের প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় “খাবারের আদব” খাবারের সুন্নাত ও আদবের পাশাপাশি হাতে খাওয়ার ডাক্তারী উপকারীতা, ঠেস লাগিয়ে খাওয়ার ডাক্তারী ক্ষতি, জ্বিনেরা লেবুকে ভয় পায়, বিভিন্ন রকমের ৯৯ ঘটনা, মরহুম নিগরানে শূরা হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত

জীবনী এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের শাহজাদা আবু উসাইদ, হযরত মাওলানা হাজী উবাইদ ওয়া আত্তারী আল-মাদানী **مَوْلَانَا الْعَالِي** কে আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর পক্ষ থেকে লিখিত একটি চিঠি ইত্যাদি সম্বলিত। * ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডের তৃতীয় অধ্যায় “পেটের কুফলে মদীনা” ক্ষুধার ফযীলতের পাশাপাশি ৫২টি ঘটনা সম্বলিত। * ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডের চতুর্থ অধ্যায় “ফয়যানে রমযান” রমযানের ফযীলতের পাশাপাশি তারাবীহ, লাইলাতুল কুদর, ইতিকাফ, ঈদুল ফিতরের ফযীলত এবং নফল রোজার ফযীলত, রোজাদারদের ঘটনা এবং ইতিকাফকারীদের ৪১টি মাদানী বাহার সম্বলিত। * ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ড অনেক সহজ পদ্ধতিতে লিখার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে অল্পশিক্ষিত ইসলামী ভাই ও বোনও সহজেই বুঝতে পারে। * ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডে মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগার পাশাপাশি আলীম, ওয়ায়েজীন, খতীব, বক্তা, লেখক ইত্যাদির জন্য খুবই উপকারী। * ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডের যে সমস্ত সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন কমপক্ষে ৪০ দিন প্রতিদিন ২টি দরস দেয়, তাদের জন্য কিতাবের সাওয়াব ইছাল করা হয়েছে। * ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডের যে সব সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন ১৬৩ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ পাঠ করে নেয়। তাদের জন্য আল্লাহ পাকের ওলি, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর পক্ষ থেকে ঈমানের স্থায়িত্ব, মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্যে **هَيُّوْر** **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর যিয়ারত, কবর ও হাশরের শান্তি, বিনা হিসাবে ক্ষমা এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে মাদানী হাবীব **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর প্রতিবেশী হওয়ার দোয়া রয়েছে। * এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করা যাবে। * দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এ বিনা

মূল্যে পাঠ করা যাবে, ডাউনলোড ও প্রিন্ট আউটও করা যাবে। * যদি কোন হৃদয়বান ইসলামী ভাই তার মরহুমদের ইচ্ছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে মসজিদ, মাদ্রাসা, অফিস, স্কুল-কলেজে ওয়াকফ করে বা দরস দাতাদের তোহফা দেয়, তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** সাওয়াবের ভান্ডার হয়ে যাবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ড থেকে বর্ণিত ঐ ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, মুসলমানদের প্রতি সুধারণার অনেক বরকত রয়েছে। সুধারণা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সুধারণা করা, ভাল খেয়াল। উদাহরণ স্বরূপ; অমুক ব্যক্তি অনেক নেককার, আমার মুর্শিদ আল্লাহ পাকের ওলি, আমার নিগরান অনেক নেক আমলকারী ইত্যাদি।

সুধারণার বরকত সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসাফিরখানার মালিক ডাকাত দলের প্রতি সুধারণা রেখেছেন, তাদের খুব সেবা-যত্ন করেছেন এবং তাদের উচ্ছিষ্ট খাবার তাবাররুক হিসেবে তার পঙ্গু বাচ্চার শরীরে মালিশ করালেন, তখন আল্লাহ পাকতার সুধারণার বরকতে তার পঙ্গু বাচ্চাকে সুস্থ করে দিলেন। এটা সুধারণারই বরকত যে, ডাকাতের পুরো দল তাওবা করে নেকীর রাস্তায় ফিরে এলো, আর তাতে অটল ছিলে। হায়! আমাদেরও প্রতিটি মুসলমানের প্রতি সুধারণা রাখার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো। হায়! নিগরানের প্রতি সুধারণা রাখার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো। আমীন!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো, যখন একজন সাধারণ মুসলমানের উচ্ছিষ্টের মধ্যে শিফা রয়েছে, তখন একজন নেককার মুত্তাকী, পরহেয়গার আল্লাহ পাকের ওলির উচ্ছিষ্টের মধ্যে বরকতের কেমন সামুদ্রিক উচ্ছ্বাস হবে।

প্যারালাইসিস থেকে সাথে সাথে আরোগ্য লাভ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের মধ্যে রমযানের শেষ দশদিন মসজিদে ইজতিমায়ী ইতিকারের ব্যবস্থা করা হয়। যেখানে ইতেকাফকারীদের সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সমাজের অনেক বিগড়ে যাওয়া ব্যক্তি ইতিকারের সময় গুনাহ থেকে তাওবা করে নতুন জীবনের সূচনা করে। অনেক সময় আল্লাহ পাকের দয়ায় ঈমান তাজাকারী বিস্ময়কর ঘটনাও প্রকাশিত হয়ে যায়। যেমন- রমযানুল মোবারক ১৪২৫হিজরীর ইজতিমায়ী ইতিকারের মধ্যে দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীর মধ্যে যেখানে কমপক্ষে ২০০০ ইতিকারকারী ছিল। তাদের মধ্যে জিলা চাকওয়াল, পাঞ্জাব, পাকিস্তানের ৭৭ বছরের বৃদ্ধ হাফেজ মুহাম্মদ আশরাফ সাহেবও ইতিকারে ছিলেন। হাজিয সাহেবের হাত ও মুখ বিকলাঙ্গ ছিল, আর তিনি শ্রবণ শক্তিও হারিয়ে বসেছিলেন। তিনি খুবই দৃঢ় আকীদার ছিলেন। তিনি একবার ইফতারের খাবারের সময় সুধারণা সহকারে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ এর উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে খেলেন এবং তাতে ফুক ও দিয়ালেন। তার সুধারণায় কাজ হয়ে

গেলো। আল্লাহ পাকের দয়া জোশে এলো, আল্লাহ পাকতাকে সুস্থতা দার করলেন, **الْحَمْدُ لِلَّهِ** তার অর্ধাঙ্গ রোগ (প্যারালাইসিস) চরে যেতে লাগলো। তিনি হাজারো ইসলামী ভাইদের সামনে ফয়যানে মদীনার মঞ্চে উঠে তার সুস্থতার কথা শুনিয়ে দিলেন। এই সুসংবাদ শুনে ‘আল্লাহ্ আল্লাহ্’ ‘আল্লাহ্ আল্লাহ্’ এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো। ঐ সময় অনেক সংবাদপত্রে এই খবরকে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করা হয়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেহেতু আমাদের এটা জানা নেই যে, কোন্ ব্যক্তি আল্লাহ্র ওলি ও তাঁর নৈকট্যপূর্ণ বান্দা, এই জন্য আমাদের প্রতিটি মুসলমানের উচ্ছিষ্ট খাবারের সম্মান করা উচিত। কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজে রীতিমতো অন্যান্য অনেক শরীয়াত বিরোধী প্রথার মতো বেঁচে যাওয়া খাবার ও পানীয় নষ্ট করার প্রবনতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্র পানাহ! ফ্যাশন হতে চলেছে। চতুর্দিকে খাবারের অসম্মানের হৃদয় বিদারক দৃশ্য, ঘরোয়া অনুষ্ঠান হোক বা বুয়ুর্গানে **رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّلَام** ফাতিহার তাবারুর্ক, সেমা মাহফীল হোক বা বিয়ের অনুষ্ঠানে। চতুর্দিকে খাবার নষ্ট করার বেদনা দায়ক দৃশ্য, থালাতে বেঁচে যাওয়া সামান্য পরিমাণ খাবার, পেয়ালা, হাড়ি পাতিলের বেঁচে যাওয়া বোল, প্লেটে বেঁচে যাওয়া তরকারী এবং রুটির বেঁচে যাওয়া ব্যবহার যোগ্য পার্শ্ব ও টুকরা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করার মন-মনসিকতা অধিকাংশ লোকের নেই বললেই চলে। এভাবে অনেক বেঁচে যাওয়া খাবার সাধারণত ডস্টবিনে **(DustBin)** ফেলে দেওয়া হয়, অথচ এটা অপচয়। এ কারণে আজ পর্যন্ত যতটুকু অপচয় করা হয়েছে তার থেকে তাওবা করে নিন এবং আগামীতে

একটি কণা বা একফোটা বোলও যেন অপচয় না হয় এর জন্য প্রতীজ্ঞা করুন। স্মরণ রাখবেন! এ ধরণের অপচয়, যা সম্পদ নষ্ট করা পাওয়া যায় এটা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

এমনি ভাবে গ্লাসের মধ্যে মুসলমানের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বেঁচে যাওয়া পানি বা ঐ অবশিষ্ট পানীয় ব্যবহার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ফেলে না দেওয়া উচিত। বর্ণিত রয়েছে; **سُوْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ شِفَاءٌ** অর্থাৎ- মুসলমানের উচ্ছিষ্টে শিফা রয়েছে। (আল ফাতাওয়াল পিকহিয়াতুল কুবরা লিইবনে হাজ্জর হায়তামী, ৪র্থ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা) মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট ব্যবহার করার মধ্যে যেখানে শিফার আশা করা যায়, তেমনি ভাবে একে অপরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বোধ সৃষ্টি, ভালবাসা বৃদ্ধি, অহংকারের মতো রোগ থেকে বাঁচা, নশ্রতা ও বিনয়ী সৃষ্টি করার পাশাপাশি গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার সুসংবাদ রয়েছে। জ্বি, হ্যাঁ! যেমনি ভাবে-

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “বিনয়ের একটি নিদর্শন এটাই, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের বেঁচে যাওয়া পানি পান করে নেয়, আর যে তার ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট পানীয় পান করে নেয় তার ৭০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, ৭০টি গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তার জন্য ৭০টি নেকী লিখা হয়।”

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, কিসমুল আকওয়াল, ৩য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৭৪৫)

মারহাবা! মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ বেঁচে যাওয়া পানি পান করে নেওয়া বিনয়ীও নশ্রতার নিদর্শন। মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ বেঁচে যাওয়া পানি পান করে নেওয়া ৭০টি মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ, মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ বেঁচে যাওয়া পানি পান করে নেওয়া

৭০টি গুনাহ মুছে যাওয়ার কারণ, মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট ৭০টি নেকী লিখার কারণ।

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

হলুদ চেহারা বিশিষ্ট মুচী

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “উয়ূনুল হিকায়াত” প্রথম খন্ড, ১৬৬ নং পৃষ্ঠায় ৭৪ নাম্বার ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা খলুদ বিন আইয়ুব رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ বলেন: “বনী ইসরাঈলের এক আবিদ পাহাড়ের চূড়ায় ৬০ বছর আল্লাহ পাকের ইবাদত করেছিলেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, কোন বক্তা বলছিল: অমুক ব্যক্তি তোমার থেকে ইবাদত পরায়ন বেশি এবং তার পদ মর্যাদা তোমার থেকে বেশি। যখন সে আবিদ ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন, তখন স্বপ্নের ব্যাপারে চিন্তা করলেন। আর নিজেই বলতে লাগলেন: এটা তো সাধারণ একটা স্বপ্ন, এটার আরকি নিশ্চয়তা। এই জন্য তিনি স্বপ্নের প্রতি দ্রুক্ষেপ করেননি। কিছু দিন পর তাকে পুনরায় একিভাবে বলা হলো: অমুক মুচী তোমার থেকে উত্তম। কিন্তু তিনি এই বারও স্বপ্নের প্রতি মনযোগ দিলেন না। তৃতীয়বার পুনরায় তাকে একিভাবে বলা হলো। বারবার যখন স্বপ্নে ঐ মুচীর মর্যাদার ব্যাপারে বলা হলো, তখন তিনি পাহাড় থেকে নেমে ঐ মুচীর কাছে গেলেন। মুচী যখন তাকে দেখলেন, তখন তার কাজ ছেড়ে দিয়ে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং খুব বিশ্বাসের সাথে ঐ আবিদের হাতে চুমু খেতে লাগলেন, তারপর বললেন: হুয়ুর! আপনাকে কোন্ বিষয়টি ইবাদতখানা থেকে বের করতে বাধ্য করলো? ঐ আবিদ বলতে লাগলো: আমি তোমার কারণে এখানে

এসেছি। আমাকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের দরবারে তোমার মর্যাদা আমার থেকে বেশি। সেই কারণে আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। আমাকে বলো সেটা কোন্ আমল, যার কারণে তোমার মর্যাদা আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে? ঐ মুচী নিশুপ রইলো। এমনকি সে তার আমলের ব্যাপারে বলতে গড়িমসি করতে লাগলো। তারপর বললো: আমার তো তেমন বিশেষ কোন আমল নেই। হ্যাঁ! এতটুকু অবশ্যই রয়েছে যে, আমি সারা দিন হালাল রিযিক অর্জনে ব্যস্ত থাকি এবং হারাম সম্পদ থেকে বেঁচে থাকি। তারপর আল্লাহ পাক আমাকে যা রিযিক দেন, তা থেকে অর্ধেক তার রাস্তায় দান করি এবং আর অর্ধেক আমার পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করে থাকি। দ্বিতীয় আমল হলো; আমি অধিক পরিমাণে রোযা রাখি এছাড়া আমার অন্য কোন আমল নেই যা আমার ফযীলতের কারণ হতে পারে। এটা শুনে আবিদ ঐ নেককার মুচীর কাছ থেকে চলে গেলেন এবং পুনরায় ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। কিছু দিন পর তাকে পুনরায় স্বপ্নে বলা হলো; ঐ মুচী থেকে জিজ্ঞাসা করো; কোন্ জিনিসের ভয়ে তার চেহারা হলুদ বর্ণের হয়েছে? এজন্য ঐ আবিদ পুনরায় ঐ মুচীর কাছে আসলো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার চেহারা হলুদ বর্ণের কেন? তুমি কোন জিনিসের ভয় ধারণ করে রেখেছো? মুচী উত্তর দিলো: যখন আমি কোন ব্যক্তিকে দেখি, তখন আমার ধারণা হয় যে, এই ব্যক্তি আমার থেকে উত্তম, এ জান্নাতী, আমি জাহান্নামের অধিকারী, আমি আমাকে সবচেয়ে ছোট মনে করি এবং আমি আমিকে সবচেয়ে গুনাহগার মনে করি। আমি সব সময় অন্তরে জাহান্নামের ভয় ধারণ করে রাখি। ব্যাস! এই কারণেই আমার চেহারা হলুদ বর্ণের হয়ে গেছে। ঐ আবিদ পুনরায় তার ইবাদতখানায় ফিরে

গেলেন। হযরত সায়্যিদুনা খুল্‌দ বিন আইয়ুব رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: ঐ মুচীকে ঐ ইবাদত পরায়ন ব্যক্তির উপর এজন্য ফযীলত দেওয়া হয়েছে যে, সে অন্যের তুলনায় নিজেকে ছোট মনে করে এবং নিজেকে ছাড়া সবাইকে জান্নাতী মনে করে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পাহাড়ের চূড়ায় ৬০ বছর পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতকারী থেকে বড় একজন মুচীর বড় ইবাদত পরায়ন ও বড় মর্যাদা অর্জিত হলো। ঐ নেক ও পূন্যবান মুচীর বৈশিষ্ট্য কি ছিলো? তিনি সারাদিন হালাল রিযিক উপার্জন করতেন, হারাম থেকে বাঁচতেন, তারপর অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিতেন। দ্বিতীয় আমল ঐ নেক ও পূন্যবান মুচীর এটাই ছিলো যে, তিনি বেশি পরিমাণে রোযা রাখতেন, আর বিশেষ করে ঐ আমল যেটার ভিত্তিতে ঐ নেক ও পূন্যবান মুচীকে ৬০ বছর পর্যন্ত ইবাদতকারী আবিদ থেকে বেশি সম্মান দেওয়া হয়েছে, ঐ বিশেষ আমল হলো এটাই যে, তিনি সবার প্রতি সুধারণা রাখতেন এবং সকলকে নিজের থেকে ভালো জানতেন। নিজেকে ছাড়া সবাইকে জান্নাতী মনে করতেন, আর তার নিজের অবস্থা এমনি ছিলো যে, জাহান্নামের ভয়ে নিজের চেহারা হলুদ বর্ণের হয়ে গেলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুধারণা এমন এক সু উচ্চ ইবাদত। বুকে আমাদের কম্পনরত অন্তর ও আমাদের আমল নামায় নেকী বেড়ে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়। বা গুনাহ বৃদ্ধিতে বাধা প্রদানে অংশগ্রহণ করবে। যখন হাশরের ময়দানে হাত, পা, কান, চোখ ইত্যাদি থেকে হিসাব নেওয়া হবে, তখন এই অন্তরও ঐ সব অঙ্গের সাথে অংশগ্রহণ করবে। যদি মুসলমানদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা যায়, তবে এই অন্তর ও আমাদের

নেকী বৃদ্ধিতে কারণ হবে। আর যদি কোন কারণ ছাড়া মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারণা করা হয়, তবে মনে রাখবেন! এ ব্যাপারেও পাকড়াও করার ভয় রয়েছে। যেমন- ১৫ পারা সূরা বনী ইসরাঈল ৩৬নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে;

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় এগুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

সায়িদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ঐ অন্তর যার মধ্যে সম্পূর্ণ শরীরের কল্যাণ কামনার বিদ্যমান থাকে। যদি কোন অঙ্গের কষ্ট হয়, তবে অন্তর তৎক্ষণাৎ পেরেশান হয়ে যায়। আর আমাদের অবস্থা এটাই যে, আমাদের অন্তর নিজেই গুনাহ করে করে অসুস্থ হয়ে গেছে, তাহলে এই অন্তর কিভাবে আমাদের যত্ন ও কল্যাণকামী হবে। আল্লাহ পাকই জানেন, আমাদের কি হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! আর খুব স্মরণ রাখবেন! এই ধ্বংসযজ্ঞ দুনিয়ার মধ্যে নিজের সংক্ষিপ্ত জীবন অতিবাহিত করার পর আমাদেরকে অন্ধকার কবরেই নামিয়ে দেওয়া হবে। জানি না কত বছর পর্যন্ত আমাদেরকে একাকী অবস্থায় থাকতে হবে। তারপর যখন আমরা হাশরের ময়দানে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হবো, তখন আমাদের নিজেদের প্রতিটি আমল নিজের আমল নামায় লিখা দেখানো হবে। যেমনি ভাবে কুরআনে করীমের ৩০ পারা সূরা যিলযালের ৬, ৭, ৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ
 أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۗ
 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ
 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ দিন মানুষ আপন প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে বিভিন্ন রাস্তা ধরে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো হবে। সুতরাং যে অনু পরিমাণ সৎকাজ করবে সে তা দেখতে পাবে, এবং যে অনু পরিমাণ মন্দকাজ করবে সেও তা দেখতে পাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা জানি না, আল্লাহ পাকের দরবার থেকে আমাদের ক্ষমা হওয়ার হুকুম হবে, নাকি আল্লাহর পানাহ! জাহান্নামে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “আল্লাহ্ ওয়ালো কি বাতে” ২য় খন্ডে বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা বকর বিন আব্দুল্লাহ মুযানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ যখন কোন বৃদ্ধ লোককে দেখতেন, তখন বলতেন: এ আমার চেয়ে ভালো এবং আমার থেকে প্রথমেই আল্লাহ পাকের ইবাদত করার মর্যাদা রাখেন। যখন কোন যুবককে দেখতেন, তখন বলতেন: এ আমার চাইতে ভালো। কেননা, আমি এর থেকে বেশি গুনাহে নিমজ্জিত। এমনকি এটাও বলতেন: নিজের উপর এমন কাজ আবশ্যিক করে নাও যে, যদি তা পালন করো তবে সাওয়াবের অধিকারী হবে, আর যদি আমল না করো তবে গুনাহগার হবে না। আর এমন কাজ থেকে বেঁচে থাকো, যদি তা করো তবে কোন সাওয়াব পাবে না। আর যদি এতে থেকে যাও তবে গুনাহগার হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো: সেটা কি? বললেন: মানুষের প্রতি খারাপ

ধারণা করা। যদিও তোমাদের ধারণা সঠিকও হয়, তাহলেও এতে কোন তোমাদের জন্য সাওয়াব ও প্রতিদান নেই। আর যদি ধারণা খারাপ হয়, তাহলে গুনাহগার হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ ওয়ালার শানে উৎসর্গ হলো যান! কিভাবে নিজেকে নিজে মুসলমানদের প্রতি খারাপ ধারণা থেকে বাঁচার এবং সুধারণার ব্যবস্থা করে নিতেন। হায়! আমাদেরও তাঁদের সদকায় খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা রাখার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়। ২৬ পারা সূরা হুজুরাতের ১২নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ
الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে বিরত থাকো, নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপ হয়ে যায়।

এই আয়াতে মোবারকার মধ্যে কিছু ধারণা গুনাহ হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ফখরুদ্দিন রায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: কেননা, কিছু ব্যক্তির কাজ অনেক সময় দেখতে মন্দ মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এমনটি নয়। সম্ভবত সম্পাদনকারী ভুল করছে বা প্রত্যক্ষকারী স্বয়ং ভুলের মধ্যে রয়েছে। (ভাফসীরে কবীর, ১০ম খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

ইসরাঈলী ইবাদত পরায়ণ ও গুনাহগার!

বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অনেক বড় গুনাহগার ছিলো। একবার অনেক বড় ইবাদত পরায়নের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলো, যার

উপর মেঘের ছাঁয়া ছিলো। ঐ গুনাহগার ব্যক্তি মনে মনে চিন্তা করলো; আমি বনী ইসরাঈলের সর্বশ্রেষ্ঠ গুনাহগার, আর ইনি অনেক বড় ইবাদত পরায়ন লোক। যদি আমি তার পাশে বসি তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ পাকআমার উপর দয়া করবেন। এটা চিন্তা করে তিনি এ আবিদের পাশে বসে গেলেন। আবিদ তার বসাটা পছন্দ করলোনা। সে মনে মনে ভাবলো: কোথায় আমি একজন ইবাদত পরায়ন, আর কোথায় এই নিম্ন পর্যায়ের গুনাহগার, সে আমার পাশে কিভাবে বসতে পারে। অতঃপর সে খুবই হিনমন্যতার সাথে ঐ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেন: এখান থেকে উঠে যাও, ঐ মূহূর্তে আল্লাহ পাকসে সময়ের নবীর উপর ওহী পাঠালেন যে, ঐ দুইজনকে বলে দাও, তারা যেন তাদের আমল নতুন করে শুরু করে। আমি ঐ গুনাহগারকে (সুধারণার ফলে) ক্ষমা করে দিয়েছি, আর ইবাদত পরায়ন ব্যক্তিকে (তার অহংকারের কারণে) তার আমল নষ্ট করে দিলাম। (ইহুইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

কাফন দাফন বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! ইবাদত পরায়ণ গুনাহগারকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিলো, তখন তার অহংকারের কারণে তার ইবাদত নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর ঐ গুনাহগার আবিদকে ভাল জেনেছিলো, আর তার এই সুধারণার বরকতে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরা কোন মুসলমানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য মনে করে কখনো অহংকারে লিপ্ত হবো না বরং যথাসম্ভব সুধারণার মাধ্যমে কাজ আদায় করানোর চেষ্টা করবো। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ আশিকানে

রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী মুসলমানকে অহংকারের জলাভূমি থেকে বের হওয়ার পন্থা শেখায় এবং মুসলমানের প্রতি সুধারণা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে, সুতরাং অহংকার থেকে মুক্তি এবং সুধারণার নিয়ামত লাভের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, আর দ্বীনের খেদমতে দাওয়াতে ইসলামীকে সঙ্গ দিন। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** দাওয়াতে ইসলামী বর্তমান সময়ে ৮০ টি বিভাগের মধ্যে দ্বীনের বার্তার সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে একটি হলো কাফন দাফন বিভাগ, এই বিভাগের কাজ হলো শরীয়ত এবং মাদানী মরকযের দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী মুসলমান মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের সকল বিষয়াদি সুচারু রূপে ব্যবস্থা করে সাওয়াব লাভ করা। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** কাফন দাফন বিভাগের অধীনে মাঝে মাঝে দেশীয় এবং বহিঃবিশ্বের দায়িত্ব প্রাপ্ত আশিকানে রাসূলের সূন্নাতে ভরা ইজতিমার ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে, কাফন দাফন বিভাগের অধীনে তীজা (চার দিন) চেহলাম (চল্লিশ দিন) এবং বাৎসরিক হিসাব অনুযায়ী ইসালে সাওয়াবের ব্যবস্থাও করা হয় আর তাতে রিসালা সমূহ বন্টনও করা হয়ে থাকে। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** কাফন দাফন বিভাগ এবং আই টি বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টাই আশিকানে রাসূলের সহজতার জন্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে Muslim's Funeral নামে কাফন দাফন অ্যাপসও তৈরি করা হয়েছে, যাতে শেষ নিঃশ্বেষ ত্যাগের সময় গুরুত্বপূর্ণ কাজ, মৃত ব্যক্তির গোসলের পরিপূর্ণ পদ্ধতি, কাফন তৈরি করার পদ্ধতি, জানাযা নামাযের পদ্ধতি, কবর তৈরি এবং দাফন করার সকল বিষয়াদি 3D Video এর মাধ্যমে শিখানোর চেষ্টা করা হয়। ইলমে শিখতে আগ্রহী ইসলামী ভাইয়েরা এই অ্যাপ্লিকেশনকে (play Store) প্লে স্টোর থেকে Muslim's Funeral

নামে সার্চ Search দিয়ে ইনস্টল Install করতে পারবেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

ধারণার পরিচিতি

স্মরণ রাখবেন! প্রত্যেক এ ধারণা যেটা কোন প্রকাশ্য নিদর্শনের মাধ্যমে অর্জন হয়। তাকে ধারণা বলে উদাহরণ স্বরূপ ধোঁয়া উঠতে দেখে আগুনের ধারণা করা এটাও একটা ধারণা। (মুফরদাতে ইমাম রাগেব, ৫০৯ পৃষ্ঠা)

ধারণার প্রকারভেদ

ধারণা দুই প্রকার: (১) সুধারণা, (২) খারাপ ধারণা।

সুধারণার পরিচিতি

সুধারণা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: اِغْتِقَادُ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ মুসলমানের হকের মধ্যে কল্যাণ ও ভাল বিশ্বাস করে নেওয়া। (মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুল আদাব, বাবু মা ইয়ানহা আনুহ মিনাত তাহাজ্জীর, ৮/৭৭৯) যেমনি ভাবে কাউকে জামায়াতের সময় মসজিদ থেকে বের হতে দেখে এটা ধারণা করা যে, হয়ত তার অযু ভেঙ্গে গেছে। বা অন্য কোন শরয়ী অক্ষমতা উপস্থিত হয়েছে।

সুধারণার হুকুম

সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ধারণার প্রকার ও তার হুকুম বর্ণনা করে বলেন: ধারণার অনেক প্রকার রয়েছে; একটা ওয়াজীব, যেটা আল্লাহ পাকের প্রতি ভালো ধারণা রাখা। একটা মুস্তাহাব, পূন্যবান মু'মিনের প্রতি

ভালো ধারণা রাখা। একটা নিষেধ ও হারাম, সেটা হলো; আল্লাহ পাকের প্রতি খারাপ ধারণা ও মু'মিনের প্রতি খারাপ ধারণা করা। একটা জায়েয, ফাসিকে মুলয়িনের প্রতি এমন ধারণা করা যেকোনো কাজ তার থেকে প্রকাশিত হয়। (খাযায়েনুল ইরফান, পারা- ২৬, সূরা- হুজুরাত, আয়াত- ১২)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** বলেন: সুধারণায় কোন ক্ষতি নেই, আর খারাপ ধারণায় কোন লাভ নেই।

সুধারণার ব্যাপারে হাদীস শরীফ

(১) “**إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ مِنَ الْإِيمَانِ**” অর্থাৎ নিশ্চয়ই ভালো ধারণা রাখা ঈমানের অংশ।” (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, আয়াত “ان بعض الظن اثم”)

(২) রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** কা'বাকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: “তুমিও তোমার সৌন্দর্য্য কতইনা উত্তম, তুমি কতই সম্মানীত এবং তোমার সম্মান কতই সু-উচ্চ! ঐ সত্তার শপথ! যার কুদরতী হাতে আমি মুহাম্মদ **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর প্রাণ! আল্লাহ পাকের কাছে মু'মিনের জান, মাল এবং তার ভালো ধারণা রাখার সম্মান তোমার সম্মানের চেয়েও বেশি।”

(সুনানে ইবনে মাজাহ, আবওয়ালুল ফিতন, বাব হুরমাতু দমুল মু'মিন ও মালুহ, ৪র্থ খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৯৩২)

(৩) “**حُسْنُ الظَّنِّ مِنَ حُسْنِ الْعِبَادَةِ**” অর্থাৎ সুধারণা একটি উত্তম ইবাদত।” (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাব ফি হুসনিয-যন, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৯৯৩)

বর্ণিত শেষ হাদীসের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর হাকীমুর উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ **رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ** বলেন: মুসলমানের প্রতি ভালো ধারণা করা এবং তার প্রতি খারাপ ধারণা না করাও উত্তম ইবাদতের মধ্যে থেকে এক ইবাদত। (মিরআতুল মানাযিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬২১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে কোন মুসলমানের প্রতি সুধারণা রাখা নেকী। কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান আমাদেরকে এটা থেকে দূরে রাখতে ভরপুর চেষ্টা করবে এবং একের পর এক কাজ করবে যাতে আমরা যেকোন ভাবে খারাপ ধারণায় লিপ্ত হতে পারি। অনেক সময় শয়তান কোন মুসলমানের ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টির জন্য এমনি ভাবে ধোঁকা দিয়ে থাকে যে, এটা তোমার সাবধানতা ও মন-মানসিকতা, এবং তুমি তো মু'মিন আর আল্লাহ পাকের নূর দিয়ে দেখে থাকে। তুমি তোমার বিচক্ষণতার মাধ্যমে বাস্তবতার আলোকে বের করেছেন। অথচ প্রকৃত পক্ষে সে ঐ সময় শয়তানের প্রতারণার শিকার হয়ে খারাপ ধারণার গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাবে। এমনি ভাবে ফোনে কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার সময় এক দুইবার জাওয়াব না পেলে তখন সুধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু সময়ে সময়ে অনেকবার ফোন করার পর যখন অপর পক্ষ থেকে ফোন রিসিভ না হয়, তখন খারাপ ধারণা, গীবত, অপবাদ ও মনে কষ্ট দেওয়ার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে কেউ যদি ভালো ধারণা রাখে, খারাপ ধারণা থেকে বাঁচে এবং সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে নেকীর দাওয়াত দিয়ে দেয়, তবে তাকেও খারাপ ভাবে ধমক দেওয়া হয়। অথচ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছু স্পষ্টভাবে সামনে আসবে না আমাদের ভালো ধারণা রাখা উচিত।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এমন পরিস্থিতি ভালো ধারণা রাখার শিক্ষা দিয়ে বলেন:

মোবাইল ফোন

আপনি কাউকে কয়েকবার বরং ১০০বার ফোন বা SMS বা ই-মেইল করলেন, কিন্তু উত্তর পাননি, তখনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে ভালো ধারণার মাধ্যমে উত্তম ইবাদত করে সাওয়াব অর্জন করুন এবং নিজের ভিতর এই মন-মানসিকতা তৈরী করুন জবাব না দেওয়াতে তার কোন না কোন অক্ষমতা ছিলো। এমনকি এই মাসয়ালার প্রতি দৃষ্টি দিন যে, কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে ফোন রিসিভ করলোনা বা SMS ই-মেইলের উত্তর দিলোনা, তবে শরয়ী ভাবে কোন গুনাহগার হবে না, অন্যথায় আপনি যাদেরকে ফোন দিয়েছে তারা বারবার গুনাহগার হতে থাকবে। আপনিও তো কারো না কারো ফোন রিসিভ করতে পারেন না। কিন্তু আফসোস! ফোন রিসিভ না করলে শয়তান অনেক লোককে অনেক সময় সব কিছু ভুলিয়ে রাগে নিয়ে আসে। এজন্য ঠান্ডা মাথায় কাজ করুন। যদি আপনি রাগের মধ্যে ধৈর্যহীন হয়ে যান, তবে গীবত, অপবাদ এবং খারাপ ধারণার মতো ভরপুর বাক্য মুখ থেকে বের হতে পারে।

(গীবত কি তাবাহকারিয়া, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

ফোন রিসিভ করে সাওয়াব অর্জন করুন

ফোন রিসিভকারীদের মাদানী ফুল দিয়ে বলেন: নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ব্যক্তির ফোন রিসিভ করা ওয়াজীব নয় ঠিক, কিন্তু মুসলমানের অন্তর খুশি এবং তাকে গীবত, অপবাদ এবং খারাপ ধারণা ইত্যাদি গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে তাড়াতাড়ি ফোন রিসিভ করুন এবং SMS উত্তর দিয়ে দিন। হয়তোবা ফোনকারীর ইমারজেন্সি হতে পারে। যদি আপনি কঠোর অক্ষমতার কারণে ঐ সময় ফোন রিসিভ করতে না পারেন, তবে পরে নিজেই তাকে ফোন করুন এবং তার অন্তর

খুশি করে আখিরাতের নেকীর হকদার হোন। মুসলমানদের মন খুশি করার কথা কি বলবো: যেমন- দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আ'মাল” এর ৫৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ পাকের কাছে ফরয আদায় করার পর সব থেকে উত্তম আমল মুসলমানদের মন খুশি করা।”

(আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ১১তম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১০৭৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মোবাইল ফোন ছাড়াও অন্যান্য ভাবেও খারাপ ধারণা অন্তরে জায়গা দেওয়া হয়, অথচ অধিকাংশ জায়গায় সুধারণার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে সাওয়াব অর্জন করণ। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ বলেন: সুধারণায় কোন ক্ষতি নেই, আর খারাপ ধারণায় কোন উপকার নেই। আসুন! সুধারণার অভ্যাসকে মজবুত করার জন্য সুধারণার উপকার এবং খারাপ ধারণার ক্ষতি গুনি:

সুধারণার উপকার

সুধারণা প্রতিষ্ঠায় অনেক উপকার রয়েছে:

- (১) সুধারণার বরকতে বান্দা খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে বিপুল সাওয়াব অর্জন করেন।
- (২) সুধারণার প্রতিষ্ঠা করার বরকতে একজন মুসলমান ভাইয়ের সম্মান সুরক্ষিত থাকে।

- (৩) যে তার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি সুধারণা রাখে, তার অন্তরে প্রশান্তি অর্জন হয়। আর যে খারাপ ধারণার অভ্যাসে লিপ্ত হয়, তার অন্তর ভীতির বসতি স্থাপিত হয়।
- (৪) সবচেয়ে বড় কথা হলো সুধারণা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বান্দার আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় নবী ﷺ এর সন্তুষ্টি অর্জন হয়।

খারাপ ধারণার ক্ষতি

খারাপ ধারণার অনেক ক্ষতি রয়েছে তার মধ্যে থেকে কিছু প্রদত্ত:-

- (১) সম্মুখস্থ ব্যক্তির উপর যদি খারাপ ধারণা করা হয়, তবে তার অন্তরে কষ্ট পাওয়ার মারাত্মক সম্ভাবনা রয়েছে এবং শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া হারাম।
- (২) যদি তার অনুপস্থিতিতে অন্য করো কাছে প্রকাশ করা হয়, তবে গীবত হয়ে যাবে, আর মুসলমানের গীবত করা হারাম।
- (৩) খারাপ ধারণার মাধ্যমে চরবৃত্তি সৃষ্টি হয়। কেননা, অন্তর সাধারণ ধারণার উপর ধৈর্যধারণ করে না, বরং অশ্বেষণ করে। যার কারণে মানুষ চরবৃত্তিতে পড়ে যায়, আর চরবৃত্তি অর্থাৎ মুসলমান ভাইয়ের গুনাহের পিছনে লেগে থাকা নিষেধ।
- (৪) খারাপ ধারণার মাধ্যমে রাগ, হিংসা, ঘৃণা, শত্রুতার বাতেনী রোগ সৃষ্টি হয়। (ফতহুল বারী, ১০তম খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬০৬৬)
- (৫) কথায় কথায় খারাপ ধারণাকারী লোকদের প্রতি মানুষ কাতরায়, আর এই ধরণের লোক মানুষের দৃষ্টিতে কটু হয়ে থাকে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সুধারণা ধারণ করার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুধারণার অভ্যাসের জন্য কিছু পদ্ধতি শুনে নিন:

১. মুসলমানের সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখুন

মুসলমানের বক্র স্বভাবের অনুসন্ধান না করে তার সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি দিন। গীবতকারীরা, চোগলখোরেরা এবং পবিত্র লোকদের ত্রুটি অশ্বেষণকারীদের আল্লাহ পাককিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে উঠাবে।

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩য় খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০)

২. যদি খারাপ ধারণা এসে যায়, তবে মনোযোগ সরিয়ে নিন

যখনি কোন মুসলমানের ব্যাপারে অন্তরে কোন খারাপ ধারণা আসে, তবে তা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিন এবং তার ব্যাপারে ভালো ধারণা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করুন। উদাহরণস্বরূপ; কোন ইসলামী ভাইকে নাত বা বয়ান শুনে কান্না করতে দেখে আপনার অন্তরে তার ব্যাপারে রিয়াকারীর খারাপ ধারণা যদি সৃষ্টি হয়, তবে তাড়াতাড়ি সে একনিষ্ঠতার সাথে কান্না করার সুধারণা প্রতিষ্ঠা করুন। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসায়্যিব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাহাবীগণের মধ্য থেকে আমার কিছু ভাই আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন যে, মুসলমান ভাইয়ের কাজকে ভালো ধারণার উপর সন্নিবেশিত করো, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপরীতে কোন দলীল উপস্থিত না হয়। আর কোন মুসলমান ভাইয়ের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্যকে ততক্ষণ পর্যন্ত খারাপ ধারণা করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাকে কোন ভালো ধারণা করে থাকো এবং যে নিজেকে নিজে অপবাদে মধ্য উপস্থিত করে, তাকে নিজে ব্যতীত অন্য কাউকে দোষারোপ করা উচিত না। (শুয়াবুর ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৩৪৫)

৩. নিজে নেককার হোন যাতে অন্যের দৃষ্টিতে নেক ধারণা আসে

নিজের সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। কেননা, যে নিজে নেককার হবে, সে অন্যের ব্যাপারেও ভালো ধারণা রাখবে। খারাপ লোকের কাছে অন্যের ব্যাপারে খারাপ ধারণায় আসে। আরবী বাণী হলো: إِذَا سَاءَ فِعْلُ الْمَرْءِ سَاءَتْ تَكْوِينُهُ অর্থাৎ যখন কারো কাজ খারাপ হয়ে যায়, তখন তার কাজও খারাপ হয়ে যায়। (ফয়য়ুল কুদীর, ৩য় খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

৪. কল্যাণের দোয়া করুন

যখনি কোন মুসলমানের ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়, তখন তার জন্য ভাল দোয়া করুন এবং তার সম্মান ও মর্যাদার মধ্যে বৃদ্ধি করুন। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন; যখন তোমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের ব্যাপারে খারাপ ধারণা আসে, তখন তোমাদের উচিত তার সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া ও তার জন্য ভালো দোয়া করা। কেননা, এই জিনিসগুলো শয়তানকে রাগান্বিত করে এবং সে তোমার থেকে দূরে পালিয়ে যায়। এভাবে শয়তান দ্বিতীয়বার তোমার অন্তরে খারাপ ধারণা দিতে ভয় পাবে যে, কখনো না তুমি পুনরায় আপনা ভাইয়ের সম্মান ও মর্যাদা এবং তার জন্য উত্তম দোয়ার জন্য ব্যাস্ত হয়ে যাও।

(ইহুইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

৫. ভালো সংস্পর্শ গ্রহণ করুন

খারাপ সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থেকে ভালো সংস্পর্শ গ্রহণ করুন। এতে যেমনি ভাবে অন্যান্য বরকত অর্জন হবে তেমনি ভাবে ভালো ধারণার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

৬. মাদানী কাফেলায় সফর ও নেক আমল রিসালা পূরণ করুন

সুধারণার অভ্যাস গড়তে এবং খারাপ ধারণা থেকে বাঁচতে আশিকানে রাসূলের দ্বিনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বিনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান। **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ** মাদানী পরিবেশের বরকতে সর্বোচ্চ চরিত্র ধারণার বাইরে আমাদের কর্মকাণ্ডের অংশ হয়ে যাবে। নিজের শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সূনাতে ভরা ইজতিমার মধ্যে অংশগ্রহণ এবং আল্লাহর রাস্তায় সফরকারী আশিকানে রাসূলদের মাদানী কাফেলায় সফর করুন এবং প্রতিদিন নেক আমল রিসালা পূরণ করার চেষ্টা করুন মাদানী কাফেলায় সফর এবং নেক আমল রিসালা পূরণ করার বরকতে নিজের অতীত জীবনের ব্যাপারে চিন্তা করার সুযোগ হবে এবং অন্তর ভালো পরিণামের জন্য অস্থির হয়ে যাবে। যার ফলে সংগঠিত গুনাহের জন্য খুব বেশি লজ্জা অনুভব হবে এবং তাওবা করারও সুযোগ হয়ে যাবে **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ** আশিকানে রাসূলদের মাদানী কাফেলায় ধারাবাহিক সফর করার ফলে মুখ থেকে অশ্লিল বাক্য এবং অনর্থক কথার জায়গায় দরুদ শরীফ চালু হয়ে যাবে বা কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহ পাকের প্রশংসা এবং নাতে রাসূল **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর অভ্যাস হয়ে যাবে। বদ মেজাজ দূর হয়ে যাবে, তার জায়গায় নম্রতা এসে যাবে। ধৈর্যহীনতার অভ্যাস দূর হয়ে ধৈর্য কৃতজ্ঞ থাকার সৌভাগ্য অর্জন হবে। খারাপ ধারণার অভ্যাস বের হয়ে যাবে, আর সুধারণার অভ্যাস হবে। অহংকার চলে যাবে এবং মুসলমানের প্রতি সম্মানের উৎসাহ পাবে। দুনিয়ার ধন-সম্পদের লোভ পরিত্যাগ হবে, আর নেকীর প্রতি লোভ বাড়বে। মোটকথা বারবার আল্লাহ রাস্তায় সফরকারীর জীবনে মাদানী পরিবর্তন এসে যাবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

পোশাকের পরিধানের আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! আমরা আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর রিসালা ১৬৩ টি মাদানী ফুল হতে পোশাক পরিধানের আদব ও সুন্নাত, প্রথমে দুইটি প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর বাণী শ্রবণ করি:

(১) “জ্বীনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তবে যেন **بِسْمِ اللهِ** পা করে নেয়।” (আল মুজাম্মুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫০৪) প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী **رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ** বলেন: যেকোনো দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টির আড়াল হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে আল্লাহ পাকের যিকির জ্বীনদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হবে, যার কারণে জ্বিন সেটাকে (অর্থাৎ- লজ্জাস্থান) দেখতে পাবে না। (মিরাত, ১ম খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা) (২) “যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশতঃ উন্নত কাপড় পরিধান করা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে কারামাতের পোশাক পরিধান করাবেন।” (আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৭৭৮) * আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর বরকতময় পোশাক অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাদা কাপড়ের হতো।

(কাশফুল ইলতেবাহ ফি ইস্তেহবাবিল লিবাস লিশশেখ আবদুল হক আদ দেহলভী, ৩৬ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

পোশাক পরিধানের অবশিষ্ট আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পাঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَأَ بِهَا اللَّهُ مَوْلَاكَ اللَّهُ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফখালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো খ্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।” (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তাফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মু'জামুয যাওয়াদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সত্ত্ব আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)